ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন বিপাশা!

পৃঃ ৫

স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভারত ছাড়ছেন বিরাট কোহলি

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৪৭ ● কলকাতা ● ০৯ পৌষ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সিবিআই-এর এখন মেরুদণ্ড প্রয়োজন! আরজি কর তদন্ত নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন অনিকেতরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রতীকী মেরুদণ্ড নিয়ে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিল করেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। লালবাজার অভিযান হয়েছিল। তা নিয়ে উত্তাল হয়েছিল শহর। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল, পুলিশের মেরুদণ্ড নেই। তারা তদন্তে গাফিলতি করছে। পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের চাপে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে সরাতে বাধ্য হয়েছিল সরকার। বর্তমানে সিবিআই-এর মেরুদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রতিবাদীরা। আরজি কর কাণ্ডের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ জুনিয়র ডাক্তার অনিকেত মাহাতো। এক সময় যিনি পুলিশের দক্ষতা এবং ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, আরজি কর ঘটনার তদন্তে সিবিআই-এর দাবি জোরালো করেছিলেন, তিনিই এখন সিবিআই-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। প্রশ্ন তুললেন, ১০০ দিন পার হয়েছে নৃশংস ঘটনার। এতদিন ধরে সিবিআই তদন্তও করছে। কিন্তু আদতে তাঁরা কী করছেন?

অনিকেতের বক্তব্য, "কলকাতা পুলিশের অসদর্থক ভূমিকা দেখে, অপদার্থতার ভূমিকা দেখে সিপিকে মেরুদণ্ড দিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম, মেরুদণ্ড সোজা করতে। সেই মেরুদণ্ড আজকে সিবিআই-এর কাছে আসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।" দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা, তার যদি আজ এই অবস্থা হয় তাহলে বিচারের কী হবে, কার্যত এই প্রশ্নই তুলেছেন অনিকেত। সম্প্রতি সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরির রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, আরজি করের যে সেমিনার হল থেকে ডাক্তারি ছাত্রীর দেহ পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে ধস্তাধস্তির কোনও প্রমাণ নেই। অর্থাৎ সেমিনার হল ক্রাইম সিনই নয়। তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। ইতিমধ্যে দু'জনেই জামিনে মুক্ত। সব মিলিয়ে সিবিআই-এর তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েই হাজারো প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। ইতিমধ্যে পরপর দু-দিন সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান হয়েছে। একাংশের অভিযোগ, কলকাতা পুলিশ সিবিআই-কে কার্যত রক্ষা করছে। আর সিবিআই খুনিদের রক্ষাকর্তা হয়েছে। সোমবার সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানে পোস্টার পড়েছিল 'ইডি-সিবিআই চোরে চোরে মাসতুতো ভাই...ফনা আছে, বিষ নাই... বাংলা ছেড়ে নাও বিদায়!' মঙ্গলবারও কার্যত একই রকম পোস্টার দেখা যায়। তাতে লেখা, 'সিবিআই সঠিক বিচার দাও, নইলে তালা ঝুলিয়ে বাড়ি যাও।'

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ২৫শে ডিসেম্বর, ২০২৪ "ক্রিসমাস" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৪ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না। আগামী ২৭শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে। সম্পাদক

শাহ-বিরোধী কর্মসূচিতে ফের চর্চায় অভিষেক

অম্বেডকর নিয়ে অমিত শাহের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস নেতৃত্ব। বিধান ভবনে। -- নিজস্ব চিত্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিজেপি-বিরোধী বিক্ষোভেই বছরের শেষ ঘোষিত রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে সংবিধান প্রণেতা বি আর অম্বেডকরের 'অসম্মান' নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা এই কর্মসূচিতে তৃণমূলের প্রবীণদের সক্রিয়তাই বেশি নজরে এসেছে। পাশাপাশি, রাজ্যব্যাপী কর্মসূচিতে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্য অনুপস্থিতি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।এআইসিসি-র নির্দেশ মাফিক সব রাজ্যেই এ দিন অম্বেডকর-প্রশ্নে সরব হয়ে শাহের ক্ষমা চাওয়া ও পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছেন কংগ্রেস নেতারা। অম্বেডকরকে কংগ্রেস কখনও সম্মান দেয়নি যে বলে যে পাল্টা অভিযোগ বিজেপি নেতারা তুলেছেন, তার প্রেক্ষিতে কলকাতায় বিধান ভবনে এ দিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী বলেছেন, "আদানি-কাণ্ড থেকে নজর ঘোরাতে অম্বেডকর নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তার পরেও বিজেপি বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। অম্বেডকর দেশের আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন, তাঁর আনা 'হিন্দু কোড বিল' জনসঙ্ঘের নেতারা সমর্থন করেননি। পরে কেন্দ্রীয় সরকার যখন তাঁকে 'ভারতরত্ন' দেয়, তাতেও বিজেপির কোনও ভূমিকা ছিল না।" প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, "আদানির বিরুদ্ধে সরব রাহুল গান্ধীকে খুনের ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবার। তাই আমরা রাজ্যের সব থানায় শাহ ও মোদী সরকারের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছি।" এআইসিসি-র কর্মসূচি মেনে আজ, মঙ্গলবার জেলা ও ব্লক স্তরে 'অম্বেডকর সম্মান যাত্রা'র ডাক দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। পাঁচ বাম দল সিপিএম, সিপিআই, সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন, আরএসপি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকও শাহের ইস্তফার দাবি সামনে রেখে আগামী ৩০ ডিসেম্বর দেশ জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছে।অম্বেডকর এবং সংবিধানকে অবমাননার দায়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তফার দাবি বহাল রেখেছে কংগ্রেসও।

সংসদে সংবিধান নিয়ে আলোচনায় শাহের মন্তব্য নিয়ে কয়েক দিন ধরেই

এরপর ৩ পাতায়

শওকতের মুখে 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা শুনেই নওশাদ বললেন, 'ও ব্যাটাকে আমি ছাড়ব না

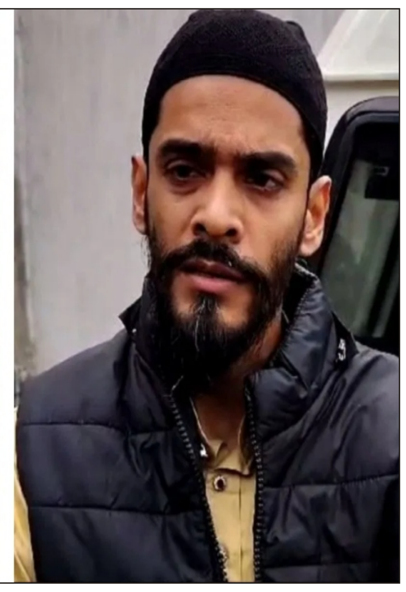

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার তোপের মুখে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। নাম না করে নওশাদকে জঙ্গি বলে আক্রমণ শওকতের। তাঁর অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটের সময় ভাঙড়ে যেভাবে প্রাণহানি ঘটেছে তার জন্য দায়ী নওশাদ।মঙ্গলবার ভাঙড়ের প্রাণগঞ্জ অঞ্চলের কালিকাপুর এলাকার একটি রাস্তার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যান শওকত।

তবে শওকত মোল্লার এই বক্তব্যের পাল্টা মন্তব্য করতে গিয়ে নওশাদ পরিষ্কার জানিয়েছেন, তিনি আইনি লড়াই লড়ে এর উত্তর দেবেন। নওশাদ বলেছেন, "এর আগেও আমি আইনি লড়াই লড়েছি। এবারও যদি এমন কিছু বলে থাকেন তাহলে কোর্টেই ওঁকে জবাব দিতে হবে। ব্যাটাকে ছাড়ব না।" এছাড়াও জঙ্গি নেতা বলা প্রসঙ্গে বলেন, "আমি যদি দেশবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকি, তাহলে আমায় কীভাবে বিধানসভায় অ্যাক্সেস দিচ্ছেন স্পিকার সাহেব? মুখ্যমন্ত্রীর স্বরাষ্ট্র দফতর কেন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না?"মাইক হাতে নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন নওশাদকে। নাম না করে অপদার্থ বলেন তিনি। তারপর বলেন, "এক অপদার্থ বিধায়ক হুগলিতে বসে বসে কীভাবে ভাঙড়ের শান্তি নষ্ট করা যায় তার চক্রান্ত করছে।"তৃণমূল বিধায়কের দাবি, কোনও প্রতিশ্রুতিই পূরণ করতে পারেনি নওশাদ। তিনি বলেন, "উনি ভোটের সময় বলেছিলেন হাসপাতাল বানাবেন, রাস্তা বানাবেন, বাচ্চাদের পড়াশোনা করাবেন। একটা রাস্তাও উনি তৈরি করেছেন? এখানকার যুব সমাজের হাতে বন্দুক, আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিয়েছেন।" এরপরই নওশাদকে সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গি বলে তকমা দিয়ে বলেন, "একজন সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গি নেতা আজ ভাঙড়ের মাটিতে এই ধরনের কর্মকাণ্ড করেছেন।"

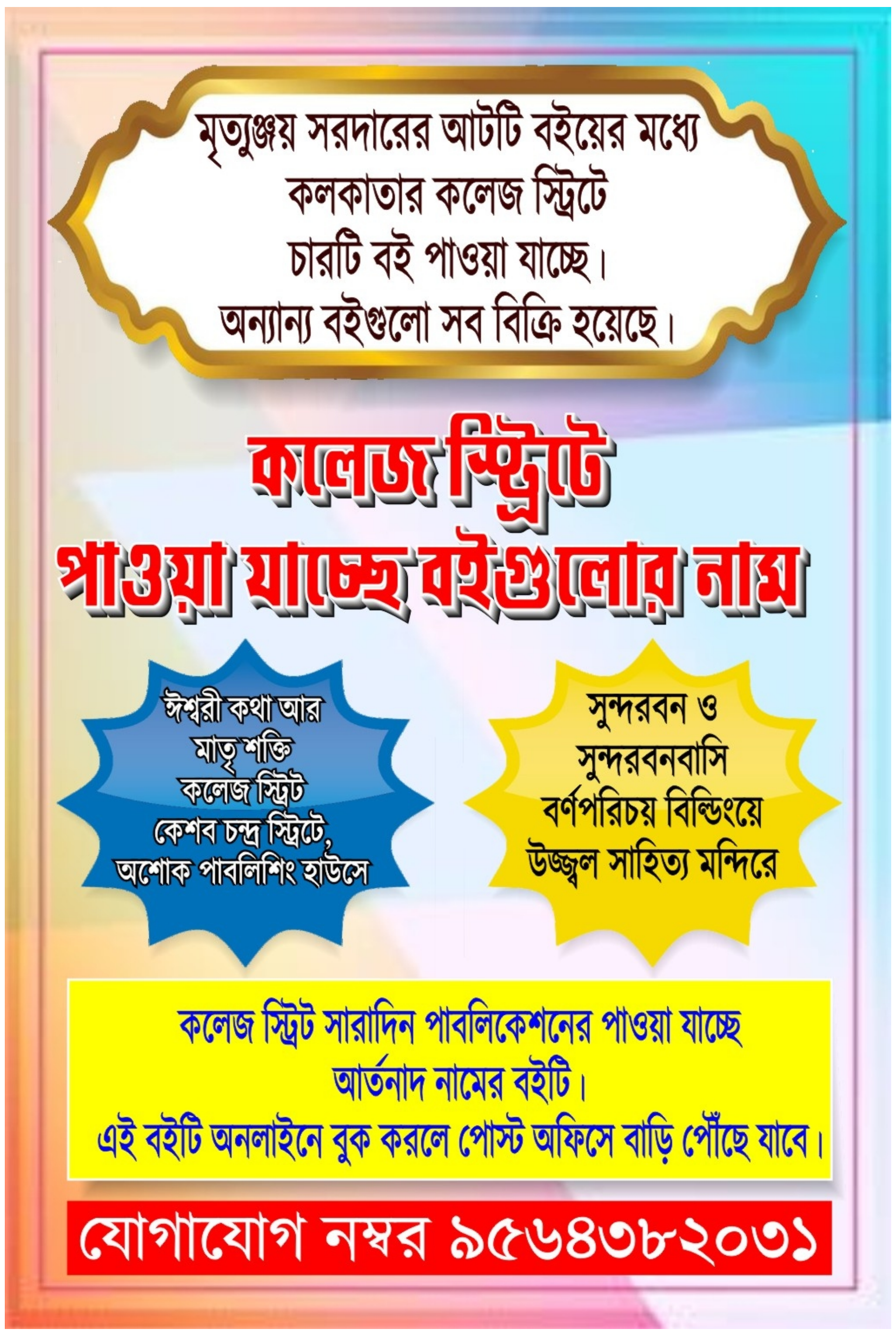

হাসিনাকে প্রত্যর্পণের বিষয়ে যা বললেন সাবেক ভারতীয় হাইকমিশনার মহেশ সাচদেব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে পালিয়ে ভারতে যান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তাকে ফেরত পাঠাতে নয়াদিল্লিকে চিঠি দিয়েছে ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সেই চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করলেও, রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি নয়াদিল্লি।

তবে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাইকমিশনার মহেশ সাচদেব সোমবার জানিয়েছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যর্পণ অনুরোধের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন।

ভারতীয় এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকার দেন মহেশ সাচদেব। সেখানে তিনি বলেন, ভারতের প্রত্যর্পণ অনুরোধ যেমনভাবে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ বিভিন্ন শর্তে প্রত্যাখ্যান করেছিল, হাসিনাও তেমনি বলতে পারেন- তিনি তার দেশের সরকারকে বিশ্বাস করেন না ও তার প্রতি অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাবেক এই হাইকমিশনার আরও বলেন, শেখ হাসিনা এমন কিছু প্রকাশ করতে পারেন, যা বাংলাদেশের সরকারকে বিব্রত করতে পারে। তাই আমি মনে করি, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক প্রভাবিত হবে, কিন্তু এগুলো প্রত্যাশিত পদক্ষেপ। অবশ্যই এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রোপাগান্ডার জন্য ব্যবহৃত হবে। বলা হবে, আমরা চেয়েছি, কিন্তু তারা এখনও

এরপর ৩ পাতায়

বিবস্ত্র করে মারধর, অপমানে দলিত কিশোরের আত্মহত্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

উত্তরপ্রদেশে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ডেকে নিয়ে বিবস্ত্র করে মারধর এবং গায়ে প্রস্রাব করার ঘটনায় অপমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বছর ১৬ বছর বয়সী এক দলিত কিশোর। উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলার এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা এবং অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছে।

মৃত কিশোরের পরিবার জানিয়েছে, গত ২০ ডিসেম্বর স্থানীয় এক জনের বাড়িতে জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিল। আমন্ত্রণ পেয়ে সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিল ওই কিশোর। অভিযোগ, সেখানেই ওই দলিত তরুণকে বিবস্ত্র করে মারধর করা হয়। গায়ে করে দেওয়া হয় প্রস্রাবও। গোটা ঘটনার ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। ভিডিওটি মুছে দেওয়ার অনুরোধ করলে ওই কিশোরকে থুতু চাটতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ।

পরিবারের দাবি, গোটা ঘটনায় অপমানিত ওই কিশোর বাড়িতে এসে পুরো বিষয়টি জানান। তার পরেই সবার চোখের আড়ালে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। প্রথমে ছেলের দেহ নিয়ে স্থানীয় থানায় যান মা। অভিযোগ, প্রথমে পুলিশ পরিবারের বক্তব্যই শুনতে চায়নি। সেখান থেকে ছেলের মরদেহ নিয়ে পুলিশ সুপারের অফিসে যান মা এবং পরিবারের অন্য সদস্যেরা। সেখানে অনেক টালবাহানার পর পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করতে রাজি হয় বলে জানিয়েছে কিশোরের পরিবার।

কিশোরের মায়ের অভিযোগ, কী কারণে তার ছেলের উপরে অত্যাচার করা হল, তা স্পষ্ট না-হলেও কোনও অজ্ঞাত কারণে অভিযুক্তদের বাঁচাতে চাইছে পুলিশ। এই প্রসঙ্গে বস্তির সহকারী পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার ত্রিপাঠী বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি। দোষীদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর পদক্ষেপ নেবো।"

বাইডেন ও ট্রাম্পের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্রে জয়শঙ্কর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

২০ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি শপথ নিতে যাচ্ছেন। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমবার দেশটিতে সফর করছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ আগে তার এই সফরকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এই সফরে বিদায়ী বাইডেন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন তিনি।

আগামী ২০ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার আগেই নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্ককে মজবুত করতে সক্রিয় হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার। ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের প্রথম উচ্চপর্যায়ের সফর।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ২০২৪ সালের ২৪-২৯ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন। তিনি দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে অপর পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এই সফরে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের কনসাল জেনারেলদের একটি সম্মেলনেও তিনি সভাপতিত্ব করবেন।

২০১৬-২০২০ মেয়াদে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন

এরপর ৩ পাতায়

কলকাতায় এবার নিষিদ্ধ হলো তসলিমার লজ্জা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বাংলাদেশে থেকে নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের উপন্যাস ‘লজ্জা’ অবলম্বনে নির্মিত নাটকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তসলিমা নাসরিন নিজেই।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তসলিমা নাসরিন বলেন, 'মমতা ব্যানার্জী আজ আমার ‘লজ্জা’ নাটকটি পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ করলেন। হঠাৎ পুলিশ এসে জানিয়ে দিল, সব নাটক মঞ্চস্থ হবে শুধু এটা ছাড়া।'

জানা যায়, মমতা ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে বেশ আগেই সরব হয়েছিলেন তসলিমা নাসরিন। এর জেরে বেশকিছু গণসংগঠন তসলিমা নাসরিনের লেখা 'লজ্জা' উপন্যাস অবলম্বনে নাটকটি রাজ্যজুড়ে মঞ্চস্থ করার কথা চলছিল। তার আগেই নাটকটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন মমতা।

ফেসবুকের দেওয়ালে তসলিমা নাসরিন লেখেন, 'পুলিশ

এরপর ৩ পাতায়

আর জি কর কান্ড - ধর্ষণ ও খুন কোথায় হয়েছিল?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সোমবার কেন্দ্রীয় ফরেনসিক রিপোর্ট সামনে এসেছে। তাতে তারা জানাচ্ছে, যেখানে তিলোত্তমাকে পাওয়া গেছে সেখানে তাকে ধর্ষণ ও খুন হয়তো করা হয় নি। তাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে,আরজি করের জরুরি বিভাগের থার্ড ফ্লোরে সেমিনার রুমে মিলেছিল তরুণী চিকিৎসকের দেহ। ফরেনসিক রিপোর্টে দাবি, সেখানে নির্যাতিতার কোনও প্রতিরোধের চিহ্নই মেলেনি। এমনকি যে কাঠের পাটাতনের উপর তাঁর দেহ

এরপর ৪ পাতায়

'এর আগে আমরা দুয়ারে সরকার শুনেছি, এবার দুয়ারে জঙ্গি'-শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দলিত তরুণকে বিবস্ত্র করে মারধর করা হয়। গায়ে করে দেওয়া হয় প্রস্রাবও। গোটা ঘটনার ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। চায়নি। সেখান থেকে ছেলের মরদেহ নিয়ে পুলিশ সুপারের অফিসে যান মা এবং পরিবারের অন্য সদস্যেরা। সেখানে অনেক টালবাহানার পর পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ

এরপর ৩ পাতায়

দক্ষিণ ২৪ পরগনা এখন লস্কার-ই-তৈবার পাখির চোখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সম্প্রতি ক্যানিং থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে কাশ্মীরের জঙ্গি জাভেদ মুন্সিকে। আর তাকে ম্যারাথন জেরা করে এই তথ্য পেল জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। আর তারপরই সময় নষ্ট না করে ভূস্বর্গের পুলিশ তথ্য দিল এই রাজ্যের প্রশাসনকে বলে সূত্রের খবর। তারা জানিয়েছে, বাংলাদেশে এখন অশান্তির বাতাবরণ। আর তার লাগোয়া এলাকা সুন্দরবন। যা এপার বাংলায়। এখানেই 'ট্রানজিট ক্যাম্প' তৈরি করেছে লস্করুইতৈবা। তার কারণ এখানে জলপথে উপকূলের পুলিশ এবং বিএসএফের চোখে ধোঁকা দেওয়া। এই সুন্দরবন এলাকা ব্যবহার করে পৌঁছে যাওয়া যাবে রাজশাহী, খুলনা-সহ বাংলাদেশের জেলাগুলিতে। আর সেটাও অনেক কম সময়ে। আর তার সঙ্গে নতুন করে বেশ কয়েকটি এলাকায় 'ট্রানজিট

এরপর ৩ পাতায়

৭ মিনিট অন্তর সব ট্রেন! দমদম আর 'শেষ' স্টেশন নয়, বড় বদল কলকাতা মেট্রোয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আগামী সোমবার থেকে বড়সড় বদল আসছে কলকাতা মেট্রোয়। কারণ প্রায় সব মেট্রোই ছাড়া হবে দক্ষিণেশ্বর থেকে, এতদিন যা দমদম থেকে ছাড়া হত। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আপাতত পরীক্ষামূলকভাবেই দক্ষিণনেশ্বর থেকে চালানো হবে ট্রেন।মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ৬.২৫ কিলোমিটারের নোয়াপাড়া থেকে এয়ারপোর্ট অংশে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা, সিস্টেম ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, থার্ড লাইন এবং ট্র্যাক আছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ট্রায়াল রান চালানো হয়। ২০২৫ সালের মার্চের মধ্যে নোয়াপাড়া থেকে এয়ারপোর্টের মধ্যে বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরুর কথা রয়েছে।মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছে, দিনের প্রথম মেট্রো দক্ষিণেশ্বর থেকে ছাড়বে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী সকালের প্রথম মেট্রোর সময়ও তাই। এদিকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষগামী দিনের শেষ মেট্রোর সময় বদলে ৯টা ৩৩ মিনিট করা হয়েছে, যা ৯টা ২৮ মিনিট ছিল। তবে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং কবি সুভাষ থেকে

এরপর ৩ পাতায়

হাসপাতালে ভর্তি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। স্থানীয় সময় সোমবার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ওয়াশিংটনের একটি হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। খবর এএফপির।

ক্লিনটনের সহকারী চিফ অব স্টাফ অ্যাঞ্জেল উরেনা এক্সে পোস্টে বলেন, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন জ্বরে আক্রান্ত হলে আজ (সোমবার) বিকেলে তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের জন্য জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করানো হয়েছে। তবে মানসিকভাবে তিনি চাঙ্গা আছেন।

গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগেছেন ৭৮ বছর বয়সী সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সর্বশেষ ২০২১ সালে পাঁচ রাত হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। সেবার তার রক্তে সংক্রমণ দেখা দিয়েছিল।

২০০৪ সালে ৫৮ বছর বয়সে হৃদরোগ ধরা পড়ার পর ক্লিনটনের বাইপাস সার্জারি হয়। এছাড়া ২০২২ সালের নভেম্বরে কোভিডেও আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।

১৯৯৩ থেকে ২০০১ সালের মাঝে দুইবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ক্লিনটন। ৬৩ বছর বয়সী বারাক ওবামার পর তিনিই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে কম বয়সী সাবেক প্রেসিডেন্ট, যিনি এখনো বেঁচে আছেন। প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন নানা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছে বিল ক্লিনটনের নাম।

১ পাতার পর

শাহ-বিরোধী কর্মসূচিতে ফের চর্চায় অভিষেক

সরব বিরোধীরা। সেই প্রতিবাদে শামিল হতেই রাজ্য জুড়ে এক ঘন্টার বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। কলকাতা-সহ রাজ্যের সব জেলায় সোমবার বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিরা। কলকাতায় অম্বেডকরের মূর্তিতে মালা দিয়ে প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার-সহ অন্য নেতারাও। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ দলের মিছিলে অংশ নেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু, সাংসদ মালা রায়। সকালেই উত্তর কলকাতায় দলের পুর-প্রতিনিধি ও নেতাদের সঙ্গে মিছিল ও সভা করেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। পথে নেমেছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। কলেজ স্ট্রিটের মিছিলে ছিলেন দলের ছাত্র সংগঠনের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। উত্তর ২৪ পরগনায় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, হাওড়ায় দুই মন্ত্রী অরূপ রায়, পুলক রায়, হুগলিতে বেচারাম মান্না, শিলিগুড়িতে মিছিলে নেতৃত্ব দেন মেয়র গৌতম দেব। তবে বহু জেলায় অভিষেকের মতোই তাঁর 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি, নবীন নেতাদের উৎসাহের অভাব চোখে পড়েছে। অন্যান্য বড় কর্মসূচিতে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অভিষেক এবং দল হিসেবে তৃণমূলের সমাজমাধ্যমে যে ধরনের প্রচার থাকে, তা-ও চোখে পড়েনি এই বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে। এই সূত্রে দলের সংগঠন নিয়ে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ টানাপড়েন ফের চর্চায় এসেছে। এই নিস্পৃহতার কথা মেনেও দলের এক শীর্ষ নেতার ব্যাখ্যা, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত কর্মসূচিতে আলাদা করে কোনও অংশের সক্রিয়তা দেখা অর্থহীন!" তাঁর আরও মন্তব্য, "অভিষেক সংসদ চলাকালীনই এ ব্যাপারে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, চোখের কারণেই হয়তো এই রকম কর্মসূচিতে এখনও অংশ নিতে সমস্যা রয়েছে তাঁর।"

বাংলাদেশি ইস্যুতে কিন্নরদের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ্যে এল কলকাতায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশী বনাম আদিবাসী কিন্নরদেরদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ চরমে এবং এখন তা প্রকাশ্যে রাজপথে এসেছে। চলছে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ। আজ, কলকাতার চেতলা থেকে একদল কলা বাগানের কিন্নর নিজেদের ভারতীয় অর্থাৎ স্বদেশ বলে একটি সমাবেশ করেছে। ওই সমাবেশে অংশগ্রহণকারী কিন্নররা আলীপুর থানায় গিয়ে কিন্নর এমডি নূরের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দেন। মিছিলের নেতৃত্ব দেন রুমি নায়ক, দীপালি নায়ক ও পপি নায়েক। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পপি সব কাগজপত্র দেখান যে তিনি এবং অন্যান্য ভারতীয় কিন্নর ছিলেন। এখানে কিন্নর তাদের রেশন কার্ড, আধার কার্ড, জমির নথি, আয়করের নথি, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং পিস্তলের লাইসেন্স গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে প্রকাশ করে এবং বলে যে আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলছি যে আমরা ভারতীয় এবং থাকব। কিন্নররা বলেন, কিছু কিন্নর তাদের বাংলাদেশী আখ্যা দিয়ে অপমান ও অপমান করছে তাদের উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না।

২ পাতার পর

আর জি কর কান্ড - ধর্ষণ ও খুন কোথায় হয়েছিল?

ক্যাম্প' গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল তার। দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে পাখির চোখ করা হলেও মূল পথ তৈরি হচ্ছে সুন্দরবনে। যেখান থেকে সহজেই বাংলাদেশে যাতায়াত সম্ভব। 'জঙ্গি' জাভেদকে নিয়ে কাশ্মীর গিয়েছে শহিদগঞ্জ থানার পুলিশ। স্বাভাবিক কারণেই সচেতন হয়ে উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোস্টাল পুলিশ। তদন্তকারীদের জানিয়েছে, শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর লস্কর-ই-তৈবার শীর্ষ জঙ্গিরা এবং পাক হ্যান্ডলাররা বাংলাদেশের নানা প্রান্তে বিচরণ করছে। পাকিস্তান-কাশ্মীর সীমান্ত দিয়ে হাওলার কারবার বন্ধ হয়েছে। এই রুটে অস্ত্রও এখন নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। রাজস্থান এবং পঞ্জাবের পাক সীমান্তেও একই অবস্থা। তাই তারা বেছে নিয়েছে বাংলাদেশকে। যাতে সহজেই সীমান্ত পারাপার করা যায়। সুন্দরবন সংলগ্ন হিঙ্গলগঞ্জ, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, বসিরহাট এবং হাসনাবাদ এলাকাকে বেছে নিয়েছে লস্করইতৈবার জঙ্গিরা। সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোস্টাল পুলিশের সঙ্গে রাজ্যের উচ্চ পুলিশ আধিকেরা আলোচনা করছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে অনেক বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে।

২ পাতার পর

আর জি কর কান্ড - ধর্ষণ ও খুন কোথায় হয়েছিল?

শোয়ানো ছিল, সেখানেও কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। ১২ পাতার ওই ফরেনসিক রিপোর্ট অকুস্থল নিয়েই বড় প্রশ্ন তুলে দিল। রিপোর্টের দাবি অনুযায়ী, সেমিনার হল আসল অপরাধস্থল নয়। তবে কি অন্য কোথাও ধর্ষণ ও খুনের পর দেহ এনে রাখা হয়েছিল সেমিনার রুমে? সেই প্রশ্নই ফের উসকে দিল কেন্দ্রীয় ফরেনসিক ল্যাবরেটরির রিপোর্ট। ৯ অগাস্ট সেমিনার রুমে দেহ উদ্ধার হয়েছিল চিকিৎসক তরুণীর। তদন্তে নেমে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছিল কলকাতা পুলিশ। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি কর কাণ্ডের তদন্তভার পায় সিবিআই। ১৪ অগাস্ট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। ঘটনার ৫ দিন পরে গিয়েও একাধিক নমুনা সংগ্রহ করেন বিশেষজ্ঞরা। তার ভিত্তিতেই এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন, কেন ঈইও আগে এই রিপোর্ট পেশ করে নি বা কেন তা ঈইও এর নজর এড়িয়ে গেলো?

২ পাতার পর

বাইডেন ও ট্রাম্পের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্রে জয়শঙ্কর

মোদির সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সমীকরণ ছিল নিবিড়। গত নভেম্বরে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের পরেই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। গত চার বছর ধরে জো বাইডেনের সময়ে আমেরিকান কংগ্রেসের মানবাধিকার সংক্রান্ত রিপোর্টে তুলোধুনো করা হয়েছে সংখ্যালঘু নিপীড়ন, জাতি বৈষম্য, মণিপুরের হিংসার মতো ঘটনাকে। এনডিএ শিবিরের একাংশের অভিযোগ, এমনভাবে প্রশ্ন সাজানো হতো যাতে মোদি সরকারের মানবাধিকার রক্ষা, বাকস্বাধীনতা সংক্রান্ত ভূমিকার সমালোচনা করা যায়। ট্রাম্প আসার পর এই প্রবণতার ইতি ঘটবে বলে মনে করছে সাউথ ব্লক। পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেবেন জয়শঙ্কর, যিনি ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটনে রয়েছেন। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে চালু হওয়া আইসিইটি, জিই-এফ৪১৪ জেট ইঞ্জিন চুক্তি, বায়োটেকনোলজি, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর এবং মহাকাশের মতো ক্ষেত্রগুলোতে সহযোগিতাসহ প্রযুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা হতে পারে। জয়শঙ্কর ও মিশ্রি ট্রাম্পের টিম এবং রাজ্য ও প্রতিরক্ষা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য মনোনীতদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনের পর ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে ট্রাম্পের দলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এস জয়শঙ্কর।

কলকাতায় এবার নিষিদ্ধ হলো তসলিমার লজ্জা

জানিয়েছে লজ্জা মঞ্চস্থ হলে মুসলিমরা নাকি দাঙ্গা বাঁধাবে। মুসলিমরা দাঙ্গা বাঁধাবে এই অজুহাতে সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে লেখা আমার মেগাসিরিয়াল 'দুঃসহবাস', যেটি টেলিভিশনের আকাশ ৮ চ্যানেল থেকে সম্প্রচার করার কথা ছিল, সেটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন রাজ্য সরকার। লজ্জার ঘটনা বাংলাদেশের। কী কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে দাঙ্গা বাঁধাবে, আমার বোধগম্য নয়। মুসলিমরা দাঙ্গা বাঁধাবে এই অজুহাতে আমাকে এক সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বের করে দেওয়া হয়েছিল।' কড়া ভাষায় তসলিমার প্রশ্ন, যারা দাঙ্গা বাঁধাতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে, শিল্প সাহিত্যকে নিষিদ্ধ করা হয় কেন? শিল্পী সাহিত্যিকের কণ্ঠরোধ করা হয় কেন? এই প্রবৃত্তি আর কত যুগ একা একা আমিই করে যাব? আর কারও দায়িত্ব নেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার?' বাংলাদেশে হিন্দু-নির্যাতনের ঘটনা প্রতিদিন উঠে আসছে। এর মাঝে এই বাংলায় যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেই কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার, মনে করা হচ্ছে।

২ পাতার পর

হাসিনাকে প্রত্যর্পণের বিষয়ে যা বললেন সাবেক ভারতীয় হাইকমিশনার মহেশ সাচদেব

মানেনি। তাই এটি ভারতের বিরুদ্ধে আরেকটি দাগ ও বাংলাদেশের সমস্যাগুলোকে ভারতের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা।

"তিনি (হাসিনা) কত দিন ভারতে থাকবেন তা নির্ধারণ করা যাবে না। আমি মনে করি, তার অনুরোধটি আশ্রয়ের জন্য। আশ্রয়সংক্রান্ত অনুরোধগুলো সাধারণত রাজনৈতিক ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। এর জন্য কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, যোগ করেন মহেশ সাচদেব।

সাবেক এই কূটনীতিক বলেন, "আমার জানামতে, এ ধরনের আশ্রয়ের কোনও সময়সীমা নেই। তাছাড়া আগেই জানা গিয়েছিল যে, ভারত শেখ হাসিনাকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দিয়েছে এবং তাকে এখন থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য দেশের কাছে অনুরোধও করেছিলেন, কিন্তু কেউই তাকে সেসব দেশে স্থায়ী হওয়ার অনুমতি দেয়নি।"

সাচদেব আরও বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তিতে বিভিন্ন শর্ত রয়েছে, যা রাজনৈতিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ নাকচ করে। তবে অপরাধমূলক বিষয়গুলো রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, এসব শর্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। শেখ হাসিনা আদালতে গিয়ে বলতে পারেন যে, তার প্রতি অন্যায় ও অবিচার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ভারতও বলতে পারে, আমরা নিশ্চিত নই যে হাসিনা ন্যায়বিচার পাবেন কি না। মনে রাখতে হবে, ভারতীয় বিচারব্যবস্থা ও ভারতীয় জেলগুলো ইউরোপীয় মানের নয়- এই অজুহাতে ইউরোপ থেকে ভারতের সন্ত্রাসীদের প্রত্যর্পণ আটকে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, এসব বিষয় ঘটতে পারে ও একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় রূপ নিতে পারে।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি প্রথমে ২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত হয় ও ২০১৬ সালে এটি সংশোধিত হয়। এটি ছিল দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মোকাবিলার একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। তবে, দুই দেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি রাজনৈতিক প্রকৃতির অপরাধের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ নাকচ করার অনুমতি দেয়।

মহেশ সাচদেব বলেন, কর্তৃপক্ষ আজ প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছে যে, এই বিশেষ অনুরোধের জন্য ভারতকে একটি ভারবাল নোট দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তাকে ন্যায়বিচারের মুখোমুখি করার জন্য বাংলাদেশে প্রয়োজন। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কী অভিযোগ রয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়নি। আমাদের বাংলাদেশের সঙ্গে একটি প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে, তার শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে বলে আমি মনে করি। একই সঙ্গে দুই-তিনটি যোগাযোগ প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

সাচদেব বলেন, ভারবাল নোট দুই সরকারের মধ্যে যোগাযোগের সর্বনিম্ন স্তর। এটি অগ্রাধিকার নির্দেশ করে। এটি কেবল কিছু রেকর্ড রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। কারও ভিসার আবেদনও একটি ভারবাল নোট। একজন সাধারণ ব্যক্তি যদি সাংস্কৃতিক টুর্নামেন্ট বা এ ধরনের কোনও কাজে যান, তার জন্যও অপর পক্ষকে ভারবাল নোট দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তার যত্ন নেওয়া হয়। যদি গুরুত্ব নির্দেশ করতে হয়, তবে আরও উচ্চ স্তরের পদক্ষেপ নিতে হবে।

সাচদেব বলেন, শেখ হাসিনা ইস্যু ভারতের জন্য একটি উল্টোপাল্টা অবস্থা। কারণ, তাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধটি যেমন সরকারি, তেমনি তার জন্য আশ্রয়ের অনুরোধটিও সরকারি। আমি মনে করি, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করেন, শেখ হাসিনাকে দ্রুত প্রত্যর্পণ করা হবে না। কারণ এটি বাংলাদেশের রাজনীতিতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে।

মহেশ সাচদেব বলেন, আমি মনে করি, ভারত-বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যোগাযোগ রাখছে। এমনকি, এই মাসের শুরুর দিকে আমাদের পররাষ্ট্রসচিব বাংলাদেশে যাওয়ার আগে থেকেই। সেই সঙ্গে তারা এই সম্ভাবনাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের বাংলাদেশের দাবি নতুন কিছু নয়। আগস্টে তিনি দেশত্যাগ করার পর থেকে এটি প্রায়ই সামনে আনা হয়েছে।

২ পাতার পর

'এর আগে আমরা দুয়ারে সরকার শুনেছি, এবার দুয়ারে জঙ্গি'-শুভেন্দু

করতে রাজি হয় বলে জানিয়েছে কিশোরের পরিবার। কিশোরের মায়ের অভিযোগ, কী কারণে তার ছেলের উপরে অত্যাচার করা হল, তা স্পষ্ট না-হলেও কোনও অজ্ঞাত কারণে অভিযুক্তদের বাঁচাতে চাইছে পুলিশ। এই প্রসঙ্গে বস্তির সহকারী পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার ত্রিপাঠী বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি। দোষীদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর পদক্ষেপ নেবো।"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ৩৪৭ সংখ্যা ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ বুধবার ০৯ পৌষ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

আগরতলায় গ্রেফতার ১০০ জন বাংলাদেশি

এ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলায় রোজ কমপক্ষে ১০০ অনুপ্রবেশকারী ঢোকে। আর স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অনুপ্রবেশে সাহায্য করে। তাঁর কথার যতই ঝড় উঠুক না কেন ২ দিন পর সেই কথার প্রমাণ মিলল।এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে বাংলাদেশিদের নজরে শুধুমাত্র বাংলাই কেন? এর বিশেষ ব্যাখ্যা গোয়েন্দা বিভাগ দিতে না পারলেও, বিরোধীরা এর জন্যে কাঠগড়ায় তৃণমূল সরকারকেই দাঁড় করাচ্ছে। বিরোধীদের মতে, এরাজ্যের সরকার কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেয়নি বলেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্যে এরাজ্য নিশ্চিন্তের ঠিকানা হয়ে উঠেছে। 'বাংলা জঙ্গিদের জন্যে সেফ প্যাসেজ' হয়ে উঠেছে বলে বারবার দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর সেই কথাই যেন নিত্যদিন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। একই সাথে বাংলার বুকেও ভয় ধরাচ্ছে এই ধরনের অনুপ্রবেশের ঘটনা।তবে সেটা এরাজ্যে নয়, বিজেপি শাসিত রাজ্যেই ঘটল।

ত্রিপুরার আগরতলা থেকে আটক ১০০ জন বাংলাদেশি। ট্রেনে ওঠার আগেই আগরতলা স্টেশন থেকে পাকড়াও তারা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র। ত্রিপুরার আগরতলায় ১০ রোহিঙ্গা সহ ১০০ বাংলাদেশি গ্রেফতার। সীমান্ত পারাপারে সাহায্যের অভিযোগে ৫৪ জন দালালও গ্রেফতার। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, দিল্লি ও কলকাতায় আসার ছক কষছিল এই ১০০ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।এর আগে ত্রিপুরা হয়ে কলকাতায় আসার পথে তিন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার বিকেলে আগরতলা স্টেশন থেকে তাঁদের পাকড়াও করা হয়। ধৃতদের নাম ছোটন দাস, বিষ্ণুচন্দ্র দাস এবং মহম্মদ মালিক। ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের নোয়াখালিতে। প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ, আগরতলা হয়ে কলকাতায় আসার পরিকল্পনা ছিল ধৃতদের। তাঁদের কাছ থেকেও ভারতে আসার বৈধ কোনও নথি পাননি তদন্তকারী অফিসারেরা। এদেশে থাকার কোনও বৈধ নথিপত্র না থাকায় তাঁদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আর আজ ঠিক ২৪ ঘণ্টা কাটার আগে এই ১০০ জন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল আগরতলার পুলিশ।

যাদবপুরে সমাবর্তন নিয়ে আবার গন্ডগোল - ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল

কলকাতা

এই মুহূর্তে রাজ্য ও রাজ্যপাল সম্পর্ক অনেকটা স্থিতিশীল হলেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক এখনও তিক্ত। মঙ্গলবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ফের টানটান নাটক। সকাল থেকেই প্রশ্ন ছিল, আচার্য তথা রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস উপস্থিত থাকবেন কি না। সমাবর্তন নিয়ে আগেই আপত্তি জানিয়েছিল রাজভবন। আচার্যের জন্য অপেক্ষাও করা হয় বেশ কিছুক্ষণ। পতাকা উত্তোলন করতে গিয়েও থমকে যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আচার্য আসবেন কি না, এই সংশয়ে থমকে ছিল পুরো প্রক্রিয়াই। সেই পরিস্থিতিতেই রাজ্যপাল ছাড়াই শুরু হয়ে যায় সমাবর্তন।রাজভবনের সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘাত আগেও প্রকাশ্যে এসেছে। গতবারও সমাবর্তন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। আচার্যকে ছাড়াই সমাবর্তন হয়েছিল। আর এবার নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে সমাবর্তন হচ্ছে বলে দাবি রাজভবনের। আচার্যের অনুমোদন ছাড়া সমাবর্তনের ডিগ্রি নিয়ে ভবিষ্যতে বিতর্ক হবে না তো? প্রশ্ন তুলছেন গবেষক পড়ুয়ারা।

গত শুক্রবার উপাচার্যের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয় আচার্যের। কৈফিয়ত তলব করেছিলেন রাজ্যপাল। তাতেও কোনও লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত আচার্যকে ছাড়াই হল অনুষ্ঠান। যাদবপুরের ছাত্র ছাত্রীরা চিরকালী বিদ্রোহী। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও বিদ্রোহী হয়ে উঠছে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তিনি বিপুল ঐশ্বর্য ও নিস্পাপ ধনধান্য প্রাপ্ত হন।

রোগ-ব্যাধি দূরে পালায়:

এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে এই মন্ত্রটি পাঠ করা শুরু করলে গৃহস্থের প্রতিটি কোণায় পজেটিভ শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, যার প্রভাবে শরীর এবং মস্তিষ্কের ক্ষমতা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে ছোট-বড় সব রোগই দূরে পালায়। শুধু তাই নয় শরীরের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পায় চোখে পরার মতো। তাই তো মহিলাদের এই মন্ত্রটি নিয়ম করে প্রতি শুক্রবার পাঠ করার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(বত্রিশতম পর্ব)

মুণ্ডক উপনিষদে কালীকে অগ্নির সপ্তজিহ্বার একটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এই সপ্তজিহ্বা সপ্তমাতৃকার ইঙ্গিত হতে পারে (শিন ৭২)। অগ্নির সাতটি জিহ্বা হল কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী। কালীকল্পনার কিছু ইঙ্গিত (করালী, মনোজবা, সুলোহিতা) আছে। সে যাই হোক না কেন, কালীর এই অতিসংক্ষিপ্ত উল্লেখে কোনও মূর্তিরূপ নেই। তবে লোলজিহ্ব, করাল, রক্তবর্ণ কালীরূপকল্পনা অগ্নির জিহ্বায় আছে বটে। অবশ্যই শিবকে দেখে জিভ কাটার অনৈতিহাসিক (অনৈতিকও, কারণ প্রকৃতি জগদকারণ, তাঁর কনসর্ট পরিকল্পনা অন্যায্য) কল্পনা বা আগমবাগীশের দেখা জিভ কাটা নারীমূর্তির কিংবদন্তী - এগুলোর তুলনায় অগ্নির জিহ্বা অনেক সুপ্রাচীন।

কালীর একটি মূর্তিরূপের উল্লেখ মহাভারতে আছে, সেটা সংস্কৃতভাষায় কালীর মূর্তিরূপের আদিমতম বর্ণনা। শিনের ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন পি কে হালদার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দীর্ঘ আড়াই বছর পর কলকাতার কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন বাংলাদেশ থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারে প্রধান অভিযুক্ত প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পি কে হালদার ওরফে শিব শঙ্কর হালদার। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিট নাগাদ তিনি কলকাতার আলিপুরের প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পান।

এদিন কারাগার থেকে বের হওয়ার সময় পি কে হালদার জানান, “আমি এখন কিছু বলব না। পরে বলব।” স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে কার্যত হাত জোর করে তিনি বলেন, “আমি আইনজীবীর সাথে কথা বলে পরে সব কিছু জানাব।”

এরপর কারাগারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সাদা গাড়িতে করে ওই স্থান পরিত্যাগ করেন পি কি হালদার। তবে কোথায় যাচ্ছেন তা সাংবাদিকদের জানান তিনি।

গত শুক্রবার পি কে হালদারের জামিন মঞ্জুর করেন কলকাতার নগর দায়রা আদালত। সেক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে ১০ লাখ রুপির ব্যক্তিগত বন্ডে তাকে জামিন দেন আদালত। সোমবার আদালতে সেই বন্ড জমা দেওয়া হয়। এরপর আদালত থেকে সেই কপি প্রেসিডেন্সি কারাগারে যাওয়ার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি ছাড়া পান।

তবে পি কে হালদারের সাথেই ওই দিন জামিন পান তার অন্য দুই সহযোগী স্বপন মিস্ত্রি ওরফে স্বপন মিত্র এবং উত্তম মিস্ত্রি ওরফে উত্তম মৈত্র।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পিকে হালদারের সাথে কারাগার থেকে মুক্তি পান উত্তম মৈত্র। তবে নথি ও বন্ড সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় স্বপন মৈত্র কারাগার থেকে মুক্তি পাননি। জামিনের শর্তানুযায়ী পরবর্তী প্রতিটি শুনানিতে অভিযুক্তদের হাজিরা দিতে হবে। জামিন থাকাকালীন অবস্থায় কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া যাবে না। এই মামলার প্রমাণ নষ্টের চেষ্টা করা যাবে না। কোনওরকম হুমকি, প্রলোভন দেখানো যাবে না। আদালতের কাছে ফোন নম্বর, ইমেইল, বাসস্থানের প্রমাণপত্র জমা রাখতে হবে। পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। এমনকি আদালতের অনুমতি ছাড়া এবং মামলা নিস্পত্তি না হাওয়া পর্যন্ত ভারতের বাইরে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৯ জানুয়ারি।

ইতোমধ্যেই এই মামলায় বাকি তিন অভিযুক্ত পি কে হালদারের ভাই প্রাণেশ হালদার, ইমাম হোসেন ওরফে ইমন হালদার এবং শর্মী হালদার ওরফে আমানা সুলতানাকে আগেই জামিন দিয়েছেন কলকাতার নগর দায়রা আদালত। গত ৫ অক্টোবর এই তিনজনের জামিন মঞ্জুর করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১৪ মে পশ্চিমবঙ্গের রাজারহাটের বৈদিক ভিলেজ, বোর্ড হাউস ১৫, গ্রিনটেক সিটি, অশোকনগর, কালনাসহ একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে এই ছয়জনকে গ্রেফতার করে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এর কর্মকর্তারা। পরবর্তীতে কলকাতার নগর দায়রা আদালতে পি কে হালদারসহ ছয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 'অর্থপাচার সংক্রান্ত আইন-২০০২ (PMLA)' মামলার দায়ের করা হয়।

ফের উত্তপ্ত মণিপুর, সংঘাতে জড়াল নতুন পক্ষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে মেইতেই জনগোষ্ঠী বনাম খ্রিস্টান কুকি জনজাতির সহিংস সংঘাতে উত্তাল ভারতের মণিপুর রাজ্য। এবার সেখানে উত্তেজনা নতুন মাত্রা। কুকিদের বিরুদ্ধে হিংসার অভিযোগ তুলল নাগা জনগোষ্ঠী! সেনাপতি জেলার গমগিফাইয়ে নাগা ছাত্রসংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের উপর কুকিরা রবিবার রাত থেকে দফায় দফায় হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মণিপুরের পাহাড়ি জেলাগুলির মধ্যে সেনাপতি এবং উখরুলে নাগাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। গত দেড় বছরের মেইতেই-কুকি সংঘর্ষের সময় নাগা প্রভাবিত এলাকাগুলিতে হিংসার প্রকোপ ছিল তুলনামূলক কম। মেইতেইদের সশস্ত্র বাহিনী নাগা

চার্চেও কোনও হামলা চালায়নি। কিন্তু সেনাপতি ডিস্ট্রিক্ট স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, মাও স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, পিএনডিএমের মতো নাগা সংগঠনগুলি কুকি হামলার প্রতিবাদে পথে নামায় নতুন করে অশান্তির আশঙ্কা করছে পুলিশ-প্রশাসন।

২০২৩ সালের ৩ মে জনজাতি ছাত্র সংগঠন 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর' (এটিএসইউএম)-এর কর্মসূচি ঘিরে মণিপুরে অশান্তির সূত্রপাত। ২৭ মার্চ মণিপুর হাই কোর্ট মেইতেইদের তফসিলি জনজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পরেই জনজাতি সংগঠনগুলি তার বিরোধিতায় পথে নামে। আর সেই ঘটনা থেকেই সংঘাতের সূচনা হয়েছিল। দেড় বছরের বেশি সময় কেটে গেলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওই বিজেপি শাসিত রাজ্যে অশান্তি থামেনি। মণিপুরের আদি বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেইতেই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কুকি, জো-সহ কয়েকটি তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের (যাদের অধিকাংশই খ্রিস্টান) সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত প্রায় আড়াইশ' জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়ার সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।

এবার মিছিলে কংগ্রেস প্রতিবাদ আম্বেদকর কে নিয়ে করা মন্তব্যের বিরুদ্ধে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

গতকাল তৃণমূল ছিল, আজকে কংগ্রেস শিলিগুড়িতে বাবা সাহেব আম্বেদকর এর বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর করা মন্তব্য কে ঘিরে আজ তীব্র প্রতিবাদ করল কংগ্রেস। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি শংকর মালাকার জানালেন, একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে কিভাবে উনি এই ধরনের মন্তব্য করেন। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস , এবং সারা বাংলার কংগ্রেস এই মন্তব্যে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অবিলম্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তার মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে, দেশবাসীর কাছে। এই ধরনের মন্তব্য করা, একেবারে অনৈতিক এবং প্রচন্ড দুঃখজনক। ভারতের মতো একটা দেশে, এখানে ধর্ম নিরপেক্ষতাই প্রধান সম্পদ সেখানে এই ধরনের মন্তব্য কে সম্মান জানানো যাবে না। এদিন যুব কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের মিছিলটি, বাঘাযতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে, এয়ার ভিউ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের পুরুষ এবং মহিলা সদস্য এবং সমর্থকেরা।

সিনেমার খবর

'পুষ্পা ২' এর দাপটে হল পাচ্ছে না দেবের 'খাদান'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

কলকাতায় বড়দিনে একযোগে মুক্তি পেতে যাচ্ছে দেব-ইধিকার অ্যাকশান ছবি 'খাদান', রাজ চক্রবর্তীর ছবি 'সন্তান', প্রতিম ডি গুপ্তর 'চালচিত্র' ও মানসী সিনহার '৫ নং স্বপ্নময় লেন'। সবমিলিয়ে একসঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে চারটি বাংলা ছবি। কিন্তু একইসঙ্গে সারা ভারতের মতো বাংলাতেও রমরমিয়ে চলছে 'পুষ্পা ২'। এখানেই শেষ নয়, পূজায় মুক্তিপ্রাপ্ত শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের ছবি 'বহুরূপী'র শোও এখনও হাউজফুল চলছে। এর জেরেই হল পেতে সমস্যা তৈরি হয়েছে চার নতুন বাংলা ছবির। আগামী ২০ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে দেবের 'খাদান'। অনেকদিন পর অ্যাকশন নির্ভর মাসালা বাণিজ্যিক ছবিতে ফিরছেন নায়ক। তবে রিলিজের আগেই সমস্যার মুখে এই ছবি। গতকাল দেব দাবি করেন, খাদানের অ্যাডভান্স বুকিং শুরু করতে পারছেন না কারণ এই ছবি যথাযথ শো পাচ্ছে না। দেব বলেন, খুবই দুঃখিত দর্শকের কাছে, কারণ 'খাদান' এর আগাম টিকিট বিক্রি এখনও শুরু হয়নি। বিশ্বাস করো, আমি ভীষণ চেষ্টা করছি আর খাদানের অ্যাডভান্স বুকিং শুরু করার জন্য লড়াই করছি। বাংলায় অন্য ভাষার ছবি মুক্তির কারণেই এখনও খাদান যথাযথ শো পাচ্ছে না। সত্যিই দুঃখিত। প্লিজ ধৈর্য্য রাখুন। আমি হাল ছাড়ব না।

শুধু দেব নন, এই একই সমস্যার মুখে বাকি তিন ছবিও। উল্লেখ্য, সুজিত রিনো দত্ত পরিচালিত খাদান ছবিতে দেব-ইধিকা ছাড়াও রয়েছেন যিশু, বরখা বিশত, অনির্বাণ চক্রবর্তী, জন ভট্টাচার্য, সুজন নীল ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ ঘোষের মতো অভিনেতারা।

জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন বিপাশা!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বলিউডে এক সময়ের সবচেয়ে চর্চিত জুটি বিপাশা বসু ও জন আব্রাহাম। যদিও তাদের প্রেম পূর্ণতা পায়নি। বিচ্ছেদের কারণ দখিয়ে জন জানিয়েছিলেন, তখন বিয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না নায়ক। অন্যদিকে বিপাশার ইঙ্গিত ছিল, সম্পর্কের মূল ভিত্তি বিশ্বাসই নাকি তাদের মাঝে নেই!

জন তাদের বিচ্ছেদকে বন্ধুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করলেও বিপাশা জানিয়েছিলেন এটা মোটেই বন্ধুত্বপূর্ণ না। টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে নিজের মানসিক অবস্থার কথা খুলে বলেছিলেন নায়িকা। বিপাশার কথায়, 'আমি পরিত্যক্ত বোধ করছিলাম। তখন পর্যন্ত আমি একটা রঙিন দুনিয়ায় বাস করতাম। এখন বসে বসে মনে হচ্ছে আমি খুব বোকা ছিলাম। এই নয় বছরে, আমি আমার কাজ থেকে সরে এসেছি, বহু ভালো ভালো সুযোগ পেয়ে ছেড়েছি, ওই মানুষটার জন্য পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিলাম। আমি ভালোবাসতাম তাকে, আমার সম্পর্ককে ভালো রাখার জন্য, আরও বেশি করে সময় দেওয়ার জন্য বহু মানুষের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করিনি।'

আফসোস জানিয়ে অভিনেত্রী বলেন, 'কিন্তু তারপরে আমি বুঝতে পারি, যে আমি যার জন্য এতকিছু ছেড়েছিলাম বা এত পরিশ্রম করেছিলাম তা রাতারাতি চলে গেছে। আমি বুঝতে পারি যে এটা শেষ হয়ে গেছে, সেই সময় আমি অনেক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ছিলাম, আমি চিৎকার করতাম, কেমন যেন আলাদা আলাদা মনে হতো।'

উল্লেখ্য, জনের আগে আরও দুইজনের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়েছিলেন বিপাশা। তাদের মধ্যে এক প্রেমিক বিপাশার বিয়েতে উপস্থিত হয়েছিলেন। অভিনেত্রী করণ সিং গ্রোভারকে বিয়ে করেছিলেন। তাদের ঘরে একটি মিষ্টি কন্যা সন্তানও আছে, নাম দেবী। অন্যদিকে জন, ২০১৪ সালে প্রিয়া রুঞ্চালের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

এখনও মহাবিপদে আল্লু অর্জুন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ভারতের হায়দরাবাদের সন্ধ্যা থিয়েটারে আল্লু অর্জুনের ছবি 'পুষ্পা টু : দ্য রুল'-এর প্রিমিয়ারে ভিড়ের চাপে মৃত্যু হয় এক নারীর। এ ঘটনায় গত শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হয় দক্ষিণী সুপারস্টার আল্লু অর্জুনকে। এর একদিন পর অন্তর্বর্তী জামিন পেয়ে কারাগার থেকে মুক্ত হন তিনি।

কিন্তু জামিন পাওয়া সত্ত্বেও আরও এক বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন আল্লু অর্জুন। কারণ সেই প্রিমিয়ারে ভিড়ের চাপে গুরতর আহত হন আট বছরের শিশু তেজা। শোনা যাচ্ছে, এখন সেই শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক, লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে। আর এসব কিছুর জন্য আল্লু অর্জুনের দিকেই আঙুল তুলছে প্রশাসন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আশঙ্কাজনক সেই শিশু তেজাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। মিনিমাল অক্সিজেন এবং প্রেসার সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে গত মঙ্গলবার সেই শিশুকে দেখতে হাসপাতালে যান হায়দরাবাদ সিটির পুলিশ কমিশনার সি.ভি. আনন্দ। সঙ্গে গিয়েছিলেন তেলঙ্গনা সরকারের স্বাস্থ্যসচিব ডা.ক্রিস্টিনা। এরপর তেজার এমন ঘটনা শুনে শোকপ্রকাশ করেন আল্লু অর্জুনও।

এক পোস্টে আল্লু লেখেন, 'সন্ধ্যা থিয়েটারের মর্মান্তিক ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই কঠিন সময়ে পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল। আমি তাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, তারা এই সময় একা নন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করব।'

অপরদিকে আল্লু অর্জুনের দিকে আঙুল তুলে প্রশাসন জানিয়েছে, থিয়েটারে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলেও নায়কের আচরণের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। তার দলকে জনসমাগমের বিষয়ে সতর্ক করা হলেও তারা সঠিকভাবে কাজ করেনি এবং অভিনেতা দুই ঘণ্টারও বেশি সময় থিয়েটারের ভেতরে ছিলেন।

ধর্ষকদের যে কঠিন শাস্তি দেওয়ার পক্ষে মত দিলেন প্রীতি জিনতা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ইতালিতে ধর্ষকদের নপুংসক করার মতো আইনকে বৈধ ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার। রাসায়নিক কেমিক্যাল প্রয়োগের মাধ্যমে এ আইন কার্যকর করা হবে। দেশটির সেই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিনতা। একইসঙ্গে ভারত সরকারকে দেশে যৌন অপরাধ মোকাবেলায় অনুরূপ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সম্প্রতি ভারতে ধর্ষণ যে হারে বেড়েছে, তাতে উদ্বিগ্ন প্রীতি জিনতা। ধর্ষণ প্রসঙ্গে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির পদক্ষেপের প্রশংসা করে ভারতেও এই কঠিন শাস্তির আইন জারির পক্ষে মত দিলেন 'সোলজার' খ্যাত নায়িকা প্রীতি জিনতা।

প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির নেতৃত্বাধীন ইতালীয় সরকার যৌন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের রাসায়নিক প্রয়োগ করে যৌন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ায় আইন পাশ হয়। এই প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টুইট শেয়ার করে প্রীতি লিখেছেন, 'কী দুর্দান্ত পদক্ষেপ! আশা করি ভারত সরকারও এরকম কিছু করবে। আপনার কী মনে হয় বন্ধুরা? এ ধরনের অপরাধের জন্য জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বনের এখনই উপযুক্ত সময়।'

বুলেটপ্রুফ গাড়ি বাদ দিয়ে বাবার পুরাতন বাইকে সালমান খান!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

সময়টা ভালো যাচ্ছে না এই সালমান খানের। কারণ, বর্তমানে লরেন্স বিশ্নোইদের নিশানায় রয়েছেন তিনি। এসেছে একের পর এক হুমকি। চলেছে তার বাড়ির সামনে গুলিবর্ষণ। নিরাপত্তা বাড়াতে তিনি কিনেছেন উন্নত মানের প্রযুক্তির বুলেটপ্রুফ গাড়ি। কিন্তু সেই গাড়ি ছেড়ে হঠাৎ বাবার পুরোনো বাইক ব্যবহার করছেন সালমান খান।

মূলত কড়া নিরাপত্তার মাঝেই থাকেন সালমান। ফলে নিরাপত্তার মাঝেই চলছে ছবির কাজ। 'বিগবস ১৮'-এর সঞ্চালনার কাজের সময়েও নিরাপত্তা থাকছে। কিন্তু হঠাৎ কড়া নিরাপত্তা ছেড়ে কেন বাবার পুরোনো বাইক চড়ছেন সালমান খান- প্রশ্ন অনুরাগীদের।

যেহেতু 'সিকান্দার'-এর শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত সালমান। এই ছবিতেই চমকে দেবেন ভাইজান। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, সেই দৃশ্যের জন্যই বাবার বহুকাল আগের একটি বাইকে চড়ছেন তিনি। এই বাইক সেলিম খানের জীবনে বিশেষ অর্থবহন করে বলেও জানা গেছে। সেই স্মৃতিকেই নিজের ছবিতে ফিরিয়ে আনবেন এই বলি তারকা। মূলত, কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার অভিযোগ রয়েছে সালমানের বিরুদ্ধে। সেই কৃষ্ণসারকেই পূজা করেন বিশ্নোইরা। তাই সালমান এখন লরেন্স বিশ্নোইয়ের নিশানায়। নিরাপদে নেই তার ঘনিষ্ঠ পরিজনেরাও। এর আগে সালমানের ঘনিষ্ঠ বাবা সিদ্দিকিকে হত্যার দায় স্বীকার করেছেন লরেন্স বিশ্নোই।

স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভারত ছাড়ছেন বিরাট কোহলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

স্ত্রী আনুশকা শর্মা, কন্যা ভামিকা ও পুত্র অকায়কে নিয়ে ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেশটির তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি! এমনটাই জানালেন কোহলির ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা। তিনি জানান, ভারত ছেড়ে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোহলি। ক্রিকেটকে বিদায় জানানো পর স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে সেখানেই থাকবেন কোহলি।

কলকাতার প্রভাবশালী দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকাসহ ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এমন খবর প্রকাশ করেছে।

রাজকুমার বলেন, কোহলি লন্ডনে যাওয়ার কথা ভাবছে। খুব তাড়াতাড়ি আনুশকা, ভামিকা ও অকায়কে নিয়ে সেখানে চলে যাবে ও। ক্রিকেট ছাড়া বাকি সময়টা কোহলি পরিবারের সঙ্গেই কাটাতে ভালোবাসে। অবসরের পরে বাকি জীবনটা ও লন্ডনে কাটাতে চায়।

হঠাৎ করে কেন লন্ডনে যেতে চান কোহলি? তার জবাবে রাজকুমার জানিয়েছেন, সেখানে অনেক স্বাভাবিকভাবে জীবন কাটাতে পারেন তিনি। সেই কারণেই এই ভাবনা।

রাজকুমার বলেন, 'লন্ডনে ওর থাকতে ভালো লাগে। ওখানকার পরিবেশ ওদের ভালো লাগে। ভারতে থাকলে যেভাবে সারাক্ষণ ওদের নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ঘুরতে হয় সেটা লন্ডনে দরকার পড়ে না। ওখানে অনেক স্বাভাবিকভাবে জীবন কাটাতে পারে ওরা।'

এখনও খেলা না থাকলে মাঝেমাঝেই লন্ডনে চলে যান কোহলি। তার পুত্র অকায়ের জন্মও সে দেশে হয়েছে। লন্ডনের রাস্তায় পরিবারের সঙ্গে কোহলির ঘুরে বেড়ানোর ছবি দেখা যায় সমাজমাধ্যমের পাতায়। এ বার সেই দেশেই পাকাপাকি যাওয়ার কথা ভাবছেন কোহলি। তবে কবে তিনি ভারত ছাড়বেন সে বিষয়ে কিছু বলেননি রাজকুমার।

বিশ্বকাপ জিতে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেও এখনই এক দিনের ক্রিকেট থেকে কোহলি অবসর নেবেন না বলেও জানিয়েছেন রাজকুমার। তিনি বলেন, "কোহলি এখনও ফিট। অবসরের বয়স ওর হয়নি। আমি নিশ্চিত, ও আরও পাঁচ বছর খেলবে। ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে ও খেলবে। আমি ওকে ১০ বছর বয়স থেকে চিনি। তাই ও কী ভাবছে সেটা আমি জানি। ওর সঙ্গে প্রায়ই আমার কথা হয়।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

পাকিস্তান যাচ্ছে না ভারত, নিরপেক্ষ ভেন্যুতে রোহিতদের ম্যাচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে যাচ্ছে না ভারতীয় ক্রিকেট দল। তাদের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে নিরপক্ষে ভেন্যুতে। যদিও এখনো ভেন্যু নির্ধারিত হয়নি। ভারতের ম্যাচ বাদে বাকি ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানে।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তা নিশ্চিত করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি।

২০২৪-২০২৭ সালের চক্রে পাকিস্তানে আয়োজিত কোনো টুর্নামেন্টে ভারতের সব ম্যাচ হবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। তেমনি ভারতে আয়োজিত টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের সব ম্যাচ হবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে।

ভারতীয় বোর্ড বিসিসিআই ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আইসিসির আলোচনায় এসেছে এই সমাধান।

২০২৫ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, একই বছর ভারতে অনুষ্ঠিতব্য নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং ২০২৬ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এই চুক্তি।

এমনকি, ২০২৮ সালে নারীদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এটি। পরবর্তী চক্রের প্রথম এই টুর্নামেন্টটি আয়োজনের দায়িত্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি ক্ষেত্রে টুর্নামেন্টের আয়োজক বোর্ড নিরপেক্ষ ভেন্যুর নাম প্রস্তাব করবে। আইসিসির অনুমোদনের সাপেক্ষে তা চূড়ান্ত করা হবে।

এছাড়া ২০২৯ থেকে ২০৩১ সালের মধ্যে মেয়েদের একটি আইসিসি ইভেন্ট আয়োজন করবে অস্ট্রেলিয়া।

আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্দা ওঠার কথা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির। ভারতকে নিয়ে উদ্ভূত সঙ্কটে ভেন্যু নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে টুর্নামেন্টের সূচি এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

অশ্বিনের অবসরের সিদ্ধান্তে কেন 'ক্ষুব্ধ' গাভাস্কার?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের স্পিনিং অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া-ভারতের তৃতীয় টেস্ট ড্রয়ের পর জানান, সব ফরম্যাট থেকেই অবসর নিচ্ছেন তিনি। তবে অশ্বিনের আচমকা অবসরের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার।

অশ্বিনের অবসরের বিষয়ে গাভাস্কার বলেন, 'অশ্বিন এভাবে বলতে পারত যে এই সিরিজের পর আর ভারতের হয়ে খেলবে না। আপনি যদি দেখেন, ধোনি কিন্তু ঠিক এভাবেই অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে, সেটা সিরিজের শেষে, মাঝপথে নয়। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে এভাবে মাঝপথে অবসর নিলে দলকে বিপদে পড়তে হয়। কেননা একটা সিরিজ চলছে। হুট করে মাঝপথে বিকল্প ক্রিকেটার পাওয়া মুশকিল।'

গাভাস্কার আরও যোগ করেন, 'প্রতিটা দলের একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। এভাবে অবসর নিলে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায় কঠিন হয়। কেননা নির্বাচকরা তো আগে থেকে বিষয়টি নিয়ে অবগত থাকেন না। আর সামনে সিডনি টেস্ট। সেখানে দুই স্পিনার খেলানোর পরিকল্পনা থাকতেও পারে ভারতের। সেক্ষেত্রে অশ্বিনের নামার কথা ছিল।'

১৪ বছরের ক্যারিয়ারে অশ্বিন টেস্ট খেলেছেন ১০৬টি, ওয়ানডে ১১৬ ও টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামেন ৬৫ ম্যাচে। টেস্টে ৫৩৭ উইকেটের সঙ্গে তিন হাজার ৫০৩ রান আসে তার ব্যাট থেকে। ওয়ানডেতে ১৫৬ উইকেটের পাশাপাশি করেন ৭০৭ রান। টি-টোয়েন্টিতে ৭২ উইকেটের সঙ্গে করেন ১৮৪ রান।

২০৩৪ সৌদি ফুটবল বিশ্বকাপে মদ নিষিদ্ধই থাকছে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

২০৩৪ সালে সৌদি আরব আয়োজন করতে যাচ্ছে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ। দেশটির প্রধান ৫টি শহরের ১৫টি স্টেডিয়ামে ৪৮ দলের অংশগ্রহণে এই ২৫তম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ৮টি হবে রাজধানী রিয়াদে। ২০২২ বিশ্বকাপ বসেছিল মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ কাতারে। সেখানে অবশ্য আবগারি আইন শিথিল ছিল। বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে কাতারের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল দেশটির কিছু কিছু জায়গায় মদ পাওয়া যাবে। বিশ্বকাপ উপলক্ষে বিদেশি পর্যটকরা সেখান থেকে মদ কিনতে পারবে। কিন্তু সৌদি আরবে তেমনটা হচ্ছে না বলেই এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান।

১৯৫২ সাল থেকে সৌদি আরবে মদ নিষিদ্ধ। বিদেশিরাও সেখানে মদ কিনতে বা খেতে পারেন না। মদপানের বিরুদ্ধে দেশটিতে কঠোর আইন রয়েছে। কেউ যদি মদ পান করে ধরা পড়েন তাহলে তাকে কয়েকশ বেত্রাঘাত করা, সৌদি থেকে বের করে দেওয়া, কারাদণ্ড দেওয়া অথবা আর্থিক জরিমানা করা হয়।

অবশ্য সম্প্রতি মদ পান নিয়ে কিছুটা শিথিলতার পথে হাঁটছে সৌদি। পর্যটন ও অন্যান্য ব্যবসা খাতকে সমৃদ্ধ করতে মদের দোকান খোলার মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। ইসলামে মদসহ যে কোনো ধরনের নেশাদ্রব্য সম্পূর্ণভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ। তবে নতুন দোকানটি রিয়াদের কূটনৈতিক পাড়ায়, যেখানে বিভিন্ন দেশের দূতাবাস রয়েছে। ওই এলাকাটিতেই দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা থাকেন। তবে দোকানটি যেতে পারবেন শুধু অমুসলিমরাই।

ফুটবল বিশ্বকাপে আয়োজক দেশে নানা জায়গা থেকে সমর্থকরা খেলা দেখতে ভিড় জমায়। স্টেডিয়ামে প্রিয় দলের খেলা দেখতে দেখতে মদপানও করে থাকেন অনেকে। সৌদি আরবেও নানা দেশের সমর্থকদের সম্মিলন ঘটবে। কিন্তু তাদের জন্য প্রকাশ্য মদ্যপানের তেমন ব্যবস্থা থাকবে না বলেই খবর। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দশ বছর পর অনুষ্ঠিতব্য সৌদি বিশ্বকাপে স্টেডিয়ামে বসে মদ্যপান করতে পারবেন না।

যে শর্ত পূরণ হলে অবসর নেবেন এমি মার্টিনেজ!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

আর্জেন্টাইন তারকা এমিলিয়ানো মার্টিনেজ ব্যালন ডি'অরের মঞ্চে টানা দুই মৌসুমে সেরা গোলরক্ষকের 'ইয়াশিন ট্রফি' জিতেছেন। সম্প্রতি আবার 'ফিফা দ্য বেস্ট' গোলরক্ষকের পুরস্কারও জিতলেন তিনি। যা মাঠের পারফরম্যান্সে দলের হয়ে তার ভূমিকা কেমন বা দিবুর সাম্প্রতিক সময়টা কতটা ভালো কাটছে এরই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সর্বজয়ী আর্জেন্টিনা দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই তারকা গোলরক্ষক এবার জানালেন অবসরের কথা। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ের দুই বছর পূর্তি হয়েছে বুধবার (১৮ নভেম্বর)। এই উপলক্ষে আর্জেনিটনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) বিশেষ ভিডিওতে আসে এমির অবসরের প্রসঙ্গ। এএফএ স্তাদিওতে করা স্মৃতিচারণের মধ্যে এমি জানান, তিনি অবশ্যই অবসর নেবেন।

সময়ের সেরা গোলরক্ষক এমি বলেন, 'আমি শপথ করে বলছি, অবসর নেব। তার আগে আমি ২০২৬ বিশ্বকাপ জিততে চাই। আমার বয়স সবে ৩২। পরের বিশ্বকাপের সময় ৩৩ পার হবে। সেটি জিততে পারলে আমি অবসর নিয়ে নেব।'

মার্টিনেজ এবার ফিফা দ্য বেস্টে জিতেছেন বর্ষসেরা গোলকিপারের খেতাব। ২০২২ সালেও এই পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি। চলতি বছর ব্যালন ডি'অরে পেয়েছেন সেরা গোলরক্ষকের সম্মান। টানা দ্বিতীয়বারের মতো পেলেন এটি। সবমিলিয়ে মাঠ ও মাঠের বাইরে দারুণ সময় কাটছে এমির।

ভিনিকে এভাবেই 'উড়তে' বললেন নেইমার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ফিফা দ্য বেস্ট পুরস্কার জেতায় ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন নেইমার। ট্রফি হাতে ভিনির একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে শেয়ার দিয়ে সাবেক বার্সেলোনা তারকা লিখেছেন, 'অভিনন্দন ভিনি। এটা তোমার প্রাপ্য। তোমাকে নিয়ে খুবই খুশি। এভাবে উড়তে থাকো।'

গত অক্টোবরে ব্যালন ডি'অর জিততে না পারলেও ফিফ্য দা বেস্ট হয়েছেন ভিনিসিয়ুস। ব্যালন ডি'অর জয়ী রদ্রিকে পেছনে ফেলেই যেন 'প্রতিশোধই' যেন নিলেন রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড। সর্বশেষ মৌসুমে যা করেছেন তারই স্বীকৃতি পেলেন ভিনি। রিয়ালকে চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লা লিগা জেতাতে সব মিলিয়ে ২৪ গোল করেছেন। সঙ্গে সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ১১ গোল।

এদিকে, ভিনিসিয়ুসের 'ফিফা দ্য বেস্ট' জয়ের পর রিয়াল মাদ্রিদের শোকেসে যুক্ত হলো আরেকটি শিরোপা। নতুন আঙ্গিকের ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতে সাফল্যে ভরা বছরটি আরেকটি অর্জন দিয়ে শেষ করল গ্যালাকটিকোসরা।

বুধবার রাতে কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে ফাইনালে মেক্সিকোর পাচুকা এফসির বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে রিয়াল। তিনটি গোল এসেছে কিলিয়ান এমবাপ্পে, রদ্রিগো ও ভিনিসিউস জুনিয়রের পা থেকে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR